১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে *কিগান (Keegan)* পুনরায় দূরাগত শিক্ষাকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেন। যেখানে তিনি আরও কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য বা উপাদানকে এর মধ্যে সংযুক্ত করেন। সেই বৈশিষ্ট্য বা উপাদানগুলি হল ঃ

(১) **প্রায়-শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পৃথকীকরণ ঃ** এই দূরাগত শিক্ষার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর বিচ্ছিন্নতা। কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, এই বিচ্ছিন্নতা চিরস্থায়ী নয়। মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে মিলিত হওয়ার সুযোগ ঘটছে।

(২) **শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রভাব ঃ** শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি সরাসরিভাবে দূরাগত শিক্ষায় অংশগ্রহণ করে। বিশেষ করে এর বিভিন্ন পরিকল্পনা তৈরির ক্ষেত্রে বা পাঠ্যপুস্তকগুলির তৈরির ক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিশেষভাবে সাহায্য করে।

(৩) **আধুনিক কারিগরি প্রযুক্তির ব্যবহার ঃ** এখানে শিক্ষাবিস্তারের জন্য বিভিন্ন উন্নতমানের আধুনিক গণমাধ্যমগুলিকে ব্যবহার করা হয়। যেমন — বেতার, কম্পিউটার, ভিডিয়ো, মাল্টিমিডিয়া, টেলিভিশন প্রভৃতি। এর মাধ্যমে শিক্ষাকে যতটা সম্ভব সহজ করে তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

(৪) **দ্বিমুখী যোগাযোগের ব্যবস্থা ঃ** এখানে দু-ধরনের বা দু-দিকেরই যোগাযোগের ব্যবস্থা রয়েছে। একদিকে যেমন শিক্ষার্থীরা তাদের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী বিষয়গুলি সম্পর্কে তথ্যগুলি বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে পেয়ে থাকে, তেমনই প্রয়োজনে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের সঙ্গে মিলিত হতে পারেন, তাদের কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য।

(৫) **দলগত শিক্ষার প্রায়-অনুপস্থিতি ঃ** এখানে দলগত শিক্ষার সুযোগ থাকে না। কারণ দূরাগত শিক্ষা যারা গ্রহণ করে তারা পৃথক পৃথক বিষয়ে শিক্ষালাভ করতে চায়। ফলে এখানে সাধারণ পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না। তাই দলগত শিক্ষাও সম্ভব হয়ে ওঠে না।

## ১৩.১.৩ দূরাগত শিক্ষার প্রকৃতি (Nature of Distance Education)

দূরাগত শিক্ষা বিভিন্ন নামে বিভিন্ন দেশে প্রচারিত হলেও প্রত্যেকেরই মূল উদ্দেশ্য এর মাধ্যমে শিক্ষাকে সমাজের প্রতিটি স্তরে পৌঁছে দেওয়া। যদিও পূর্বে এই দূরাগত শিক্ষা বলতে শুধুমাত্র বোঝানো হত করেসপন্ডেন্স কোর্সকে (Correspondence Course), কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আধুনিককালে দূরাগত শিক্ষার প্রসার এই সীমিত সীমানাকে অতিক্রম করে অনেকদূর বিস্তৃত হয়েছে। বিশ্বের প্রতিটি দেশে দূরাগত শিক্ষার বিশেষ সমৃদ্ধি ঘটেছে। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে এই ধরনের শিক্ষা শুধুমাত্র বিস্তারলাভ করেনি, এটি যে-কোনো ধরনের শিক্ষার সমস্যার সমাধানের একমাত্র মাধ্যম হয়ে উঠেছে। দূরাগত শিক্ষার পাঠ্যক্রম, শিক্ষণ পদ্ধতি, সম্পূর্ণভাবে আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও মনোবিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার সবথেকে সুবিধার জায়গা হল শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে তাদের প্রয়োজন অনুসারে পাঠ্যক্রম বা পাঠ্য বিষয় নির্বাচন করতে পারে। এই দূরাগত শিক্ষা একদিকে যেমন শিক্ষার্থীকে স্বাধীনতা দান করে, তেমনই অপরদিকে রাষ্ট্রকেও অনেক সহজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার সমস্যাকে সমাধান করতে সাহায্য করে। এই শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীকে স্বাধীনভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ দিলেও এর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে। ফলে এর পরিচালনার ক্ষেত্রে সহজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতে পারে না। কিন্তু এই ধরনের শিক্ষার সঙ্গে অনেকেই মুক্ত শিক্ষাকে একত্রিত করে ফেলে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে দূরাগত শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল শিক্ষা থেকে বঞ্চিত শিক্ষার্থীদের বা শহর থেকে বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলির শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় সমান সুযোগ দান করা। তাই এই ধরনের শিক্ষার শিক্ষা তথ্যসামগ্রীকে (Study Materials) উন্নতমানের করে তৈরি করা হয়। তার মধ্যে যথাসাধ্য প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষার্থীদের সহজে বোঝানোর জন্য বিভিন্ন নির্দেশ দেওয়া থাকে। এইগুলিকে দেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে ডাকের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া হয়। বর্তমানে এই ধরনের বিনিময়ের ক্ষেত্রে ডাক ছাড়াও কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া, সিডি, ভিসিডি প্রভৃতির সাহায্য নেওয়া হয়। বিদেশে বিশেষ করে ইউরোপের দেশগুলিতে দূরাগত শিক্ষা একটি অতি আধুনিক রূপ এবং উন্নতমানের ভূমিকা নিয়েছে। কিন্তু ভারতের পক্ষে এখনও ততটা আধুনিকীকরণ এবং শিল্পায়ন ঘটেনি।

## ১৩.১.৪ ভারতে দূরাগত শিক্ষা (Distance Education in India)

ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে ভারতীয় সংবিধানে শিক্ষাকে ব্যক্তির জন্মগত অধিকার হিসাবে বলা হয়েছিল। সেইসময় থেকেই সমাজের প্রতিটি স্তরে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়ার জন্য নানা প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। তার মধ্যে এই ডাকযোগে শিক্ষা তথ্যসামগ্রীর বিনিময় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এ ছাড়া ১৯৬৪-৬৬ খ্রিস্টাব্দের কোঠারি কমিশনে শিক্ষাবিস্তারের মাধ্যম হিসাবে করেসপন্ডেন্স কোর্স (Correspondence Course)-এর উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় শিক্ষানীতিতে দূরাগত শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে নতুন এক ধরনের বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থা বলে বর্ণনা করা হয়। এখানে সুপারিশ করা হয় যে, প্রথাগত শিক্ষার পাশে পাশে দূরাগত শিক্ষারও সুযোগ সব জায়গায় থাকতে হবে। যার মূলদায়িত্ব হবে শিক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলা এবং তাদের শিক্ষার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে যে কমিশনগুলি তৈরি হয়েছিল তাদের প্রত্যেকটিতে আরও কিছু বিশেষ সুপারিশ করা হয়েছিল। যেমন — প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি অর্ধসময়ের শিক্ষার বিভিন্ন ধরনের কোর্স থাকবে। যেখানে শিক্ষার্থীরা জ্ঞানমূলক শিক্ষা ছাড়াও তাদের পেশাগত বা স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী কোনো বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারবে। স্থানীয় গ্রন্থাগার, ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার, এমনকি ইলেকট্রনিক মাধ্যমগুলির কোর্সেরও ব্যবহার সম্পর্কে নানা ধরনের সুপারিশ কমিশনে করা হয়। শুধু তাই নয়, কমিশন এর মূল্যবৃদ্ধির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে সমমানের ডিগ্রিদানের সুপারিশ করেছিল। এইভাবে ভারতে শিক্ষাবিস্তারের জন্য নানা ধরনের করেসপন্ডেন্স কোর্স তৈরি হতে থাকে। সর্বপ্রথম দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক স্তরের করেসপন্ডেন্স কোর্স গঠিত হয়। পরবর্তীকালে এর সুযোগসুবিধার ফলে পাঞ্জাব

বিশ্ববিদ্যালয় ও পাতিয়ালাতে করেসপন্ডেন্স কোর্স তৈরি হয়। তার পরবর্তী সময়ে মিরাট, মাইসুরু (অধুনা মহিশূর), হিমাচলপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, হায়দরাবাদ, পাটনা, ভুপাল, উৎকল (অধুনা ওড়িশা), বম্বে (অধুনা মুম্বই) প্রভৃতি স্থানে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে। এইভাবে অতিরিক্ত শিক্ষাব্যবস্থা হিসাবে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে দূরাগত শিক্ষার একটি বিভাগ সংগঠিত হতে থাকে। এ ছাড়া ১৯৭৭-৭৮ খ্রিস্টাব্দের UGC-র রিপোর্টে এই শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। যেখানে সুপারিশ করা হয়েছিল যে, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ভৌগোলিক কারণে যেসব ছেলেমেয়েরা প্রথাগত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েছে বা কিছুদুর পড়ার পর ছেড়ে দিয়েছে (Droup Out) তাদের জন্য এই শিক্ষাকে প্রবহমান শিক্ষা (Continuing Education) হিসাবে উন্নতমানের করে, নানা ধরনের সুযোগসুবিধা দিয়ে তৈরি করতে হবে। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় শিক্ষানীতিতে সুপারিশ করা হয় যে, প্রতিটি মুক্ত বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটি বিভাগ তৈরি হবে যারা করেসপন্ডেন্স কোর্সগুলিকে সুসংগঠিত করে তৈরি করবে। যেখানে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে সুযোগসুবিধা প্রদান করা হবে। এইক্ষেত্রে গণমাধ্যমগুলির সুব্যবহার করতে হবে। এই কারণে কোনো বিশেষ চ্যানেল এবং সেন্টারের মাধ্যমে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা করতে হবে। ভারতে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে ইন্দিরা গান্ধি জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (Indira Gandhi National Open University)-তে দূরাগত শিক্ষার কাউন্সিল (Distance Education Council) তৈরি হয়। এই কাউন্সিল সারা ভারতে শিক্ষাবিস্তারের জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি তৈরি করবে, উপযুক্ত পাঠ্যক্রম তৈরি করবে, শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা দান করবে। এ ছাড়া প্রত্যেকটি রাজ্যে দূরাগত শিক্ষাবিস্তারের জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করবে। ১৯৯২-১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে অষ্টম পরিকল্পনায় এই শিক্ষার প্রসারের জন্য আরও কিছু বিষয়ের উপর গুরুত্ব দান করা হয়, যেমন — **(১) উচ্চশিক্ষা বিস্তারের সমন্বিত পদক্ষেপ (Integrated Approach), (২) উচ্চশিক্ষার উন্নত মান (Excellence), (৩) শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা (Productive), (৪) আর্থসামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সংগতি রেখে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা (Higher Education), (৫) মূল্যবোধের শিক্ষার ব্যবস্থা (Value Education), (৬) বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার কাজকে আরও সুসংগঠিত করা (Administrative Work)।**

## ১৩.১.৫ দূরাগত শিক্ষার গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা (Importance or Necessity of Distance Education)

দূরাগত শিক্ষা আধুনিককালে আরও প্রভাব বিস্তার করেছে এবং করছে। বিশেষ করে অনগ্রসর শ্রেণি, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মধ্যে, নারীদের মধ্যে, আর সর্বাপেক্ষা যারা প্রথাগত শিক্ষার সময় ও নিয়মের মধ্যে আসতে পারেনি তাদের মধ্যে। এই দূরাগত শিক্ষার বিশেষ গুরুত্বগুলি হল ঃ

(১) **বিচ্ছিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য ঃ** যেসব অঞ্চলে যাতায়াতের সুযোগসুবিধা নেই, যেগুলি একেবারেই যাতায়াতের পক্ষে অযোগ্য, শহরাঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন, তাদের জন্য সবথেকে বেশি প্রয়োজন এই দূরাগত শিক্ষার।

(২) **গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত শিক্ষার্থীদের জন্য ঃ** এমন অনেক শিশু বা শিক্ষার্থীই আছে যারা বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত, ফলে তারা প্রথাগত শিক্ষার সময়সূচির মধ্যে পড়াশোনা করতে পারে না। তাদের ক্ষেত্রে এই শিক্ষা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

(৩) **গৃহবধূদের জন্য ঃ** যেসব মহিলারা ঘরের কাজে ব্যস্ত, যাদের পক্ষে প্রথাগত শিক্ষাগ্রহণ করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়, বা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে পড়া সম্ভব নয়, তারা বিভিন্ন করেসপন্ডেন্স কোর্সের মাধ্যমে পড়াশোনা করতে পারে।

(৪) **নারীশিক্ষার বিস্তারের জন্য ঃ** নারীশিক্ষা বিস্তারের এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। কারণ যেসব মেয়েরা বাড়িতে কাজের জন্য পড়াশোনার সুযোগ পায় না, বা যেসব পরিবারের সদস্যরা প্রথম প্রজন্মের

শিক্ষার্থী (First Generation Learner) তাদের কাছে মেয়েদের শিক্ষার কোনো মূল্য নেই, সেইসব পরিবারের মেয়েদের জন্য এই ধরনের শিক্ষা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(৫) **কর্মরত ব্যক্তিদের অতিরিক্ত শিক্ষার জন্য ঃ** যেসব ব্যক্তি কোনো-না-কোনো বৃত্তিতে বা কর্মে আছেন, অথচ তাঁদের বৃত্তির উন্নতির জন্য আরও কিছু শিক্ষার প্রয়োজন আছে তাঁদের জন্য এই ধরনের করেসপন্ডেন্স কোর্সগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(৬) **বিপুল জনসংখ্যার মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঃ** ভারতের মতো যেসব দেশের জনসংখ্যা বিশাল, তাদের শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে এই দূরাগত শিক্ষা বিশেষ উপযোগী। কারণ এই শিক্ষায় যেমন স্বল্প খরচ তেমনই অনেকটাই সহজ সরল। ফলে প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের মধ্যে খুব সহজভাবেই প্রবেশ করতে পারে।

(৭) **উন্নতমানের শিক্ষক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাবের জন্য ঃ** যেসব অঞ্চলে উন্নতমানের শিক্ষক এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাব আছে, যেখানে শিক্ষালয়ের গুণগত মান যথেষ্ট নয়, তাদের ক্ষেত্রে দূরাগত শিক্ষা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।